শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
শিবদুর্গা বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা
গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।
প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

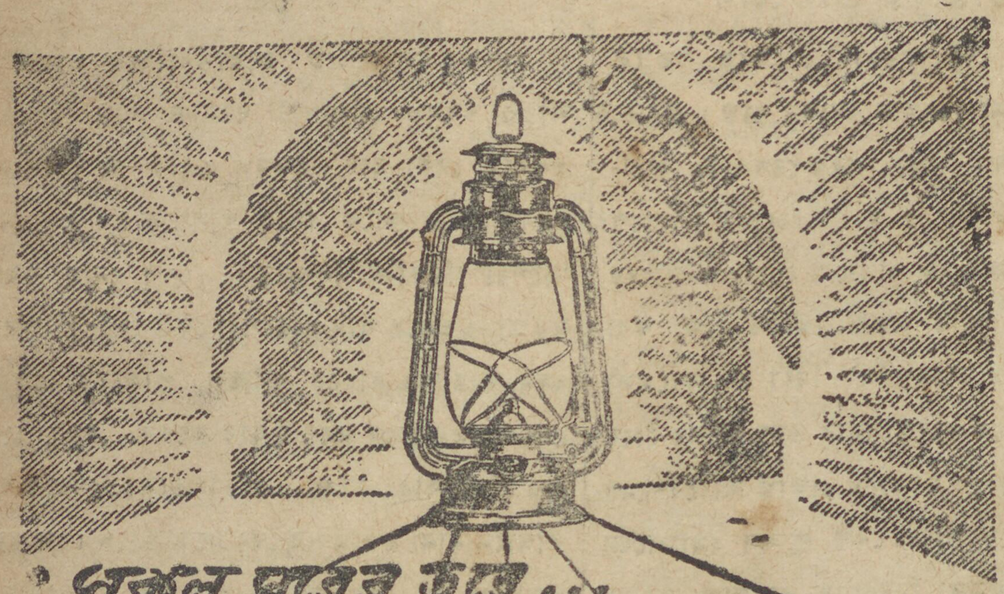

৪৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা মাঘ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 17th Jan. 1962 | ৩৪শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২
C. P. Seaux

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
রূপায়ে সাফল্য ও নিপুণতা আনায়।
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
KALPANA O. M. I. S.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।
বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।
বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল
এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা মাঘ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

ভারতীয় কংগ্রেসের ৬৭তম অধিবেশন

—০—

বিহারের স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের নামানুসারে শ্রীকৃষ্ণপুরী নামকরণ করিয়া বিহারে পাটনা সহরে উক্ত অধিবেশনের মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়া কেন্দ্রের রেলওয়ে মন্ত্রী স্বনামধন্য শ্রীজগজীবন রাম মহোদয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন করতঃ তাঁহার বলিষ্ঠ হস্তে এই জাতীয় মহাসভার ভার অর্পিত হইয়াছিল। এ বৎসর বন্যায় বিহার অধিবাসিগণের বহু সংখ্যক গৃহস্থই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। এ বৎসর এই প্রদেশে এই ব্যয়বহুল মহাসমিতির অধিবেশন করার পক্ষে সুবৎসর নহে। প্রদেশে প্রদেশে বিহারের বন্যাবিধ্বস্ত মানবগণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে। এই দুর্ব্বৎসরে এখানে এই আয়োজন করা বাঞ্ছনীয় নহে।

তবে সাধারণ নির্ব্বাচনের দিন অতি নিকটে বলিয়া রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বোধ হয় এই স্থানেই কংগ্রেসের অধিবেশন বিশেষজ্ঞগণের মনোমত হইয়াছে।

বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইলেই ক্ষুধাতুর জনতা সেই স্থানে ভিড় করে। যেদিন সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি আগমন করেন, রেল ষ্টেশনে জনতাকে অপসারিত করার জন্য পুলিসকে লাঠি চালাইতে হইয়াছিল। ৫ই জানুয়ারী প্রথম অধিবেশনের দিন মণ্ডপে হট্টগোল হইয়া অধিবেশনই পণ্ড হইয়াছে। দর্শকের চাপে মঞ্চ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চেয়ার টেবিল উল্টাইয়া গিয়াছে। তখন দর্শকাধিক্যের কারণ নির্ণয় হইল—জহরলালজীকে দর্শনের অভিলাষী ভক্তগণের এই জনতা। জহরলালজী নিজে অনুরোধ করিয়া এই ভক্তদের থামাইতে পারেন নাই। নিজে জনতার মধ্যে গিয়া বিপন্ন হইতে হয় তাঁহাকে। অবশেষে সভা সেদিনের মত স্থগিত রাখিয়া পণ্ডিতজী কুল রক্ষা করিলেন। পরে তিনি সত্য সত্যই দ্বিতীয় দিনে এই বিহারী জনতার প্রতি সকরুণ হইয়া বলিয়াছিলেন—ইহারা সত্যই তাঁহার ভক্ত। তিনি তাহাদের গুণমুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। তাঁহার নিজের ভাষায় তিনি বলেন—"মোই তো পাথল নহি।"

তারপর দ্বিতীয় দিনে ক্ষুধাতুরগণ আহারের স্থানে প্রবেশ করিয়া সমস্ত খাদ্য লুট করিয়া খাইয়া ফেলে। ভাগ্যে শ্রীজহরলাল, ইন্দিরা গান্ধী ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আগে খাইয়াছিলেন।

বিখ্যাত কাগজগুলির রিপোর্টারদের প্রতিধ্বনি

শ্রীকৃষ্ণপুরী ॥ ৬ই জানুয়ারী। আজ সকালে অধিবেশনমণ্ডপে এসে দেখছি রণাঙ্গন শান্ত। জনতার চাপও অনেক কম। এবং আরও দেখলাম, কর্তাব্যক্তিদের খানিকটা স্থান দেওয়া হয়েছে। মণ্ডপের মাঝখানে উঁচু একটি মঞ্চ বানানো হয়েছে নেতাদের বক্তৃতার জন্যে। আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেল। এতকাল 'উদাসীন' বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীগ্রুপের অনেকে ব্যবস্থাপনার ভার নিজের হাতে নিয়েছেন। তাছাড়া সকালের প্রকাণ্ড অধিবেশনের সময় ফটকে ফটকে আরও বেশী পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। জনতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও অনেক ভাল। 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।

কাল সন্ধ্যার 'হল্লোড়বাজি' আমাদের চিরকাল মনে থাকবে। একের পর এক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার অনুভব করেছি, প্রকাশের কাজে ভাষা কত দুর্বল। নেহরুকে দেখেছি এক নতুন চেহারায়। কখনও তিনি জনতার মানুষ, কখনও স্নেহশীল পিতা, কখনও বা ক্রুদ্ধ শার্দুল—প্রবল গর্জনে ফেটে পড়ছেন। সেবাদল, ভিড় এবং পুলিসের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে মুষ্টিমেয় যে তিনজন সাংবাদিক ঐ নাটকীয় ঘটনাবলীর সময় মঞ্চের মধ্যে ঢুকতে পেরেছিলেন, যাঁরা নেহরু-নাটকের অনেকখানি দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এই সংবাদদাতা অন্যতম। আর ছিলেন আমাদের কাগজেরই পাটনার প্রতিনিধি শ্রীনির্ম্মল চৌধুরী ও প্রেস ট্রাষ্টের রাঘবন। অন্যান্য সাংবাদিকরা তখন বাইরে সেবাদলের লোকদের সঙ্গে লড়াই করছেন।

জনতাকে শান্ত করার জন্যে নেহরু নানা পথ বেছে নিয়েছিলেন; পারেন নি। শেষে একজন কর্ম্মকর্তাকে মাইকে বলতে শোনা যায়, 'দেখিয়ে নেহরুজী 'ভগবান' হ্যায়, উনকো অসম্মান মৎ কিজিয়ে।' তাতেও ফল হয়নি। হাজার হাজার লোক নেহরুকে 'গোড়' করার জন্যে সামনে এগিয়ে এসেছে।

নেহরুর ভাষায় এই 'হল্লোড়বাজি'র মাঝখানে আরও অনেক ছোটখাট ঘটনাও ঘটে গেছে। একবার দেখা যায়, একদল লোক অধিবেশনের জনৈক উদ্যোক্তাকে ঘিরে শাসাচ্ছে। বলছে—'রুপেয়া 'রিফাণ্ড' দিজিয়ে। খেল্ নেহি করনে সকতা ত হমসে পঁচিশ রুপেয়া কেঁউ লিয়া?' অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছিল, পুলিসের একজন লোক কর্ম্মকর্তাকে এসে উদ্ধার করেন। গণ্ডগোলের পর দেখা যায়, মঞ্চে এবং পিছনের ঘেরাও-করা বাগানে নানা রকমের জুতো পড়ে আছে। সংখ্যায় কমপক্ষে শ' দেড়েক। বোধ হয় গোলমালের ঠেলায় পালাতে গিয়ে অনেকে জুতোর মায়া ছেড়েছেন।

বাংলা দেশ থেকে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুধু লাবণ্যপ্রভা দত্তকে মঞ্চের মধ্যে দেখেছি। মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জি মঞ্চের কাছাকাছি একবার এসেছিলেন ভিড়ের ঠেলায় তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়েছেন। অনিল চন্দ ঢোকার চেষ্টা করে ছিটকে বেরিয়ে মঞ্চের পেছনের বাগানের এক কোণে বসে চুরুট টানতে লেগে যান। কালী বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেন—বাব্বা, আমি আজকেই কলকাতা চলে যাচ্ছি।

গণ্ডগোলের সময় স্বাগত সমিতির বড় কর্ত্তা জগজীবন রাম যখন এদিকে-ওদিকে গোবেচারি-মুখ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, তাকিয়া হেলান দিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভুরু কোঁচকাচ্ছেন। তাঁর পাশে এসে বসলেন মোরারজী দেশাই।

শাস্ত্রীকে বললেন—'হোপলেস'।

শাস্ত্রীও বললেন—'হোপলেস'।

দুজনে আর কোন কথা নেই।

তবে এই হোপলেস শব্দটির প্রয়োগ তাঁদের নিজের অবস্থা বর্ণনা, না, জগজীবন রামের ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত, ঠিক বোঝা যায়নি।

●

আজ সকালে এক অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা আভা মাইতি কলকাতার এডুকেশন অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে বিহারের রাজ্যপাল ডাঃ জাকির হোসেনের হাতে বিহারের বন্যাদুর্গতদের জন্যে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ১ শত ৪৫ টাকা তুলে দেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নেহরুও উপস্থিত ছিলেন।

●

এ-আই-সি-সির সদস্যদের অনেকেই এবার আসেননি। আজ সকালের প্রকাশ্য অধিবেশনে তো তাঁদের গ্যালারি একেবারেই ফাঁকা। পশ্চিম বঙ্গের একজন ছাড়া আর সবাই কাল রাত্রে কলকাতা পাড়ি দিয়েছেন।

●

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে পাটনা ষ্টেশনের এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হঠাৎ মেটারনিটি ক্লিনিকে পরিণত হয়ে যায়। জনৈকা যাত্রী ট্রেণের কামরাতেই প্রসব করে ফেলেন। তিনি নাকি কংগ্রেস অধিবেশনে আসছিলেন। পূর্ব্ব রেলপথের ডাক্তার ভদ্রমহিলার শুশ্রূষার ভার নেন এবং রেলের অ্যাম্বুলেন্সেই তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

●

গত কাল কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে জনতা সরাতে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাগে। স্বেচ্ছাসেবকরা হিমসিম খাওয়ার পর সাফল্যের আনন্দে ভাবলেন যাক বাঁচা গেল।

খসড়া ভোটার তালিকা

জেলা প্রচার অফিস হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে পশ্চিম বঙ্গ দক্ষিণ-পূর্ব শিক্ষক নির্বাচন ক্ষেত্রের খসড়া ভোটার তালিকা আগামী ৯ই জানুয়ারী প্রকাশিত হইবে। উক্ত তালিকা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য কমিশনার অফিস (বর্দ্ধমান বিভাগ) চুঁচুড়া এবং তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশ প্রত্যেক থানা অফিসে রাখা হইবে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকার নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন বা তালিকার বর্ত্তমান কোন নাম সম্পর্কে কোন আপত্তি পেশ করিতে হইলে নির্দ্ধারিত ১৯, ৭ অথবা ৮নং ফরমে আগামী ২৪-১-৬২ তারিখের মধ্যে কমিশনার বর্দ্ধমান বিভাগ বা নিজ নিজ মহকুমা শাসকের নিকট পেশ করিতে হইবে। উক্ত আবেদন সরাসরি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে কমিশনার বর্দ্ধমান বিভাগের নিকটও পাঠান চলিবে।

জেলা প্রচার অফিস হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ পূর্ব গ্র্যাজুয়েট বিধান পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রের খসড়া নির্বাচক তালিকা ১৯৬২ সালের ৯ই জানুয়ারী প্রকাশিত হইবে। উপরোক্ত ক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন বা তালিকার বর্ত্তমান কোন নাম সম্পর্কে কোন আপত্তি করিতে হইলে নির্দ্ধারিত ১৮, ৭ অথবা ৮নং ফরমে আগামী ২৪-১-৬২ তারিখের মধ্যে নিম্নবর্ণিত অফিসারের নিকট অথবা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে কমিশনার, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন, ১১নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পেশ করিতে হইবে।

১। কমিশনার, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন ১১নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

২। সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসক।

উপরোক্ত তালিকা কমিশনার অফিস, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন কলিকাতা ও হাওড়া জেলা শাসকের অফিসে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য রাখা হইবে। উক্ত তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশ বিভিন্ন থানাতেও প্রকাশিত হইবে।

লোক সহায়ক সেনা শিক্ষণ শিবির

জেলা প্রচার অফিস হইতে প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ যে আগামী ২৬শে জানুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ ১৯৬২ পর্য্যন্ত হাটপাড়ায় যে লোক সহায়ক সেনা শিবির অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল, উপযুক্ত স্থান অভাবে হাটপাড়ার পরিবর্ত্তে উক্ত সেনা শিবির বহরমপুর রেল ষ্টেসনের পশ্চিমে ওল্ড রেস গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত হইবে। এই ট্রেণিংয়ে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে ২৪শে এবং ২৫শে জানুয়ারী ১৯৬২ তারিখে ক্যাম্প প্রাঙ্গণে নিজ নিজ বিছানা লইয়া অবশ্যই নিয়োগকারী অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

নূতন মুন্সেফ বাবু

বহুদিন হইতে জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতে একজন মুন্সেফ বাবু দুই কোর্টের কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। গত ২রা জানুয়ারী, ১৯৬২ হইতে শ্রীনিখিলনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় কোর্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বাড়ী বিক্রয়

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সুতী, মৌজা বহতালী মধ্যে সাবেক খতিয়ান নং ৯০ বর্ত্তমান সেটেলমেণ্ট ২৬৯০নং খতিয়ানের ভুক্ত ১৮৪৬নং দাগ পুষ্করিণী পরিমাণ ০ এঃ ৪৯ শতক এবং তৎসংলগ্ন পাকা বাড়ী সাবেক খতিয়ান নং ৭৩৮ বর্ত্তমান খতিয়ান নং ১৮৮৯ ভুক্ত ১৮৪৭নং দাগ পরিমাণ ২৩ শতক প্রভৃতি বিক্রয় হইবে যোগাযোগ করুন।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ রায়
পোঃ সীতারামপুর, জেলা বর্দ্ধমান।

ট্যাক্সি বিক্রয়

একখানি ট্যাক্সি সত্বর বিক্রয় হইবে। ক্রয়েচ্ছুগণ নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীফণিভূষণ সিংহ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ
কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার
ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।